USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

ACDI VOCA
Expanding Opportunities Worldwide

প্রোগ্রাম ফর স্ট্রেনদেনিং হাউজহোল্ড এ্যাকসেস টু রিসোর্সেস (প্রসার)
প্রকল্পের আওতায় ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির জন্য প্রণীত

# জরুরি সাড়াদান ব্যবস্থাপনায় নেতৃত্ব বিষয়ক ম্যানুয়াল

codec
Muslim Aid
Serving Humanity
সুশীলন
Shushilan
PCI

প্রোগ্রাম ফর স্ট্রেনদেনিং হাউজহোল্ড এ্যাকসেস টু রিসোর্সেস (প্রসার)
প্রকল্পের আওতায় ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির জন্য প্রণীত

# জরুরি সাড়াদান ব্যবস্থাপনায় নেতৃত্ব বিষয়ক ম্যানুয়াল

প্রোগ্রাম ফর স্ট্রেনদেনিং হাউজহোল্ড এ্যাকসেস টু রিসোর্সেস (প্রসার)
প্রকল্পের আওতায় গ্রামপুলিশ এর জন্য প্রণীত

# জরুরি সাড়াদান ব্যবস্থাপনায় নেতৃত্ব বিষয়ক ম্যানুয়াল

**প্রকাশকাল**
অক্টোবর, ২০১৩

**প্রকাশনা ও স্বত্ব**
প্রোগ্রাম ফর স্ট্রেনদেনিং হাউজহোল্ড এ্যাকসেস টু রিসোর্সেস (প্রসার)
বাড়ি# ৪১১, সড়ক# ৪, সোনাডাঙ্গা  হাউজিং ফেইজ# ২, খুলনা।

**উপদেষ্টা**
ম্যারি ক্যাডরিন
ডা. মোঃ সোহেল রানা
খোদাদাদ হোসেন সরকার

**সার্বিক তত্ত্বাবধান**
কাজী সাহিদুর রহমান
মোঃ মোস্তফা কামাল

**গ্রন্থনা ও সম্পাদনা**
জাহিদ হোসেন
মমতাজ শিরিন
হাসিনা আক্তার মিতা
সাব্বির হোসেন

**আর্থিক সহায়তা**
ইউএসএআইডি/বাংলাদেশ
মাদানি এভেনিউ, ঢাকা।

**অলঙ্করণ**
অর্ক
লালমাটিয়া, ঢাকা।

# কৃতজ্ঞতা স্বীকার

ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির জন্য 'জরুরি সাড়াদান ব্যবস্থাপনায় নেতৃত্ব বিষয়ক ম্যানুয়াল' প্রণয়নে নিরাপদকে সম্পৃক্ত করার জন্য "প্রজেক্ট কনসার্ন ইন্টারন্যাশনাল"-কে অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এ ম্যানুয়াল তৈরির সময় প্রয়োজনীয় তথ্য ও পরামর্শ দিয়ে সার্বিক সহযোগিতার জন্য মো: মোস্তফা কামাল-কে আমাদের পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। ম্যানুয়ালটি প্রণয়ন করার ক্ষেত্রে আমাদের কনসালট্যান্ট জাহিদ হোসেন ধারাভিত্তিক দিকনির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করেছেন। তাঁর প্রতি নিরাপদ এর পক্ষ থেকে অশেষ কৃতজ্ঞতা ও সার্বিক শুভকামনা। শরণখোলা ও লোহাগড়া উপজেলায় মাঠ পর্যায়ের 'ফিল্ড টেস্ট' সুসংগঠিত করার জন্য অবনিন্দ চন্দ্র কর্মকার ও খালেদা আক্তার এর প্রতি 'নিরাপদ' এর পক্ষ থেকে বিশেষ ধন্যবাদ। এছাড়া এ ম্যানুয়াল প্রণয়নে মূল্যবান সহায়তা প্রদানের জন্য কোডেক, মুসলিম এইড ও সুশীলন - এর মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মীদের আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সেই সাথে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও তথ্য প্রদানের জন্য মতবিনিময় সভা ও 'ফিল্ড টেস্ট' এ অংশগ্রহণকারী সকলের কাছে আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। ম্যানুয়ালটি প্রণয়নের সময় দেশি ও বিদেশি বিভিন্ন সংস্থার মডিউল, গবেষণাপত্র, হ্যান্ডবুক এবং প্রকাশনার সহযোগিতা নেয়া হয়েছে। এই সংস্থাগুলোর প্রতিও আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এছাড়াও যারা ভবিষ্যতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই ম্যানুয়ালটি ব্যবহার করবেন, তাদের প্রতি 'নিরাপদ' এর পক্ষ থেকে রইল সার্বিক শুভকামনা।

**কাজী সাহিদুর রহমান**
চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার
নিরাপদ

# সূচী

**সেকশন ১ : কোর্স ম্যানুয়াল** ৭
কোর্সের ভূমিকা ৯
কোর্সের উদ্দেশ্য ৯
কোর্সের বিষয়বস্তু ৯
কোর্সের অংশগ্রহণকারী ১০
প্রশিক্ষণ ও শিখন পদ্ধতি ১০
কোর্সের সময়সূচী ১১
ম্যানুয়াল ব্যবহার পদ্ধতি ১১

**সেকশন ২ : কোর্স মডিউল** ১৩
মডিউল ১ : জরুরি সাড়াদান ব্যবস্থাপনায় ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ১৫
১.১. ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির কাঠামো ও কাজ ১৬
১.২. দুর্যোগ ও মানবিক বিপর্যয় ১৭
১.৩. জরুরি সাড়াদান ব্যবস্থাপনা ১৯
১.৪. জরুরি সাড়াদান কাজে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির নেতৃত্বমূলক ভূমিকা ২১
১.৫. বিধিবদ্ধ দায়িত্ব পালনে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির করণীয় ২২
মডিউল ২ : জরুরি সাড়াদান ব্যবস্থাপনায় ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির নেতৃত্ব ২৩
২.১. জরুরি সাড়াদানে নেতৃত্ব ২৪
২.২. নেতৃত্বের ধরণ ২৪
২.৩. নেতৃত্বের গুণাবলী ২৫
২.৪. জরুরি সাড়াদানের নেতৃত্ব প্রদানে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির করণীয় ২৫
মডিউল ৩ : জরুরি সাড়াদান ব্যবস্থাপনায় ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির জবাবদিহিতা ২৭
৩.১. জবাবদিহিতা ২৮
৩.২. জবাবদিহিতা কাঠামো ২৮
৩.৩. স্বচ্ছতা ও দায়িত্বশীলতা ২৯
৩.৪. জবাবাদিহিতা বিষয়ে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির করণীয় ৩০

**সেকশন ৩ : পরিশিষ্ট** ৩১
পরিশিষ্ট ১: প্রসার পরিচিতি ৩২
পরিশিষ্ট ২: প্রাক/প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়ন প্রশ্নমালা ৩৩
পরিশিষ্ট ৩: প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন মুডমিটার ৩৫
গ্রন্থপঞ্জী ৩৬

সেকশন ১

# কোর্স ম্যানুয়াল

## কোর্সের ভূমিকা

"জরুরি সাড়াদান ব্যবস্থাপনায় নেতৃত্ব" শীর্ষক এই প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির কাঠামো ও কাজ, মানবিক বিপর্যয় ও সাড়াদান ব্যবস্থাপনা, সাড়াদান ব্যবস্থাপনায় ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির নেতৃত্বমূলক ভূমিকা এবং এক্ষেত্রে তাদের করণীয়, জরুরী সাড়াদানে নেতৃত্ব, নেতৃত্বের ধরণ ও গুণাবলী সম্পর্কে ধারণা এবং জরুরী সাড়াদানের নেতৃত্ব প্রদানে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সম্ভাব্য করণীয় কী এ বিষয়গুলো উঠে এসেছে। এছাড়াও জরুরী সাড়াদান ব্যবস্থাপনায় ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির জবাবদিহিতা ও এর কাঠামো এবং জবাবদিহিতা বিষয়ে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির করণীয় বিষয়গুলো এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এই ম্যানুয়ালে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যক্রমের সাথে সঙ্গতি রেখে সাড়াদান ব্যবস্থাপনায় ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি কী কাজ করবে এবং এ কাজে তাদের নেতৃত্বমূলক ভূমিকা কী সে সম্পর্কে একটি পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যাবে। মূলত 'দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২' এবং 'দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী' এর আলোকে ম্যানুয়ালটি তৈরি করা হয়েছে। এর বিষয়বস্তু মূলত ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির 'সাড়াদানমূলক কাজ' এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। তাছাড়া এক দিনের প্রশিক্ষণ পরিকল্পনার সাথে সঙ্গতি রেখে জরুরি সাড়াদান ব্যবস্থাপনায় ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির নেতৃত্বমূলক ভূমিকা সম্পর্কিত বিষয়বস্তুগুলো আরও সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে।

## কোর্সের উদ্দেশ্য

জরুরি সাড়াদান ব্যবস্থাপনায় নেতৃত্ব বিষয়ে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির জ্ঞান বৃদ্ধি এই ম্যানুয়ালের মূল উদ্দেশ্য। এর সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলো হলো-

- ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির কাঠামো ও কাজ, দুর্যোগ ও সাড়াদান ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারণা প্রদান এবং জরুরি সাড়াদান কাজে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির নেতৃত্বমূলক ভূমিকা ও এ বিষয়ে তাদের করণীয় সম্পর্কে জানানো।
- জরুরি সাড়াদানে নেতৃত্বের ধারণা, নেতৃত্বের ধরণ ও গুণাবলী এবং জরুরি সাড়াদানের নেতৃত্ব প্রদানে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির করণীয় সম্পর্কে জানানো এবং দুর্যোগ পীড়িত মানুষের দুর্দশা মোচনে জরুরি সাড়াদানের নেতৃত্ব প্রদানে তাদেরকে অনুপ্রেরণা জোগানো।
- দুর্যোগ পীড়িত মানুষের দুর্দশা মোচনে জরুরি সাড়াদানে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির জবাবদিহিতা ও এর কাঠামো এবং তাদের করণীয় সম্পর্কে জানানো ও তাদের কাজে জবাবদিহিতা প্রয়োগে উৎসাহ প্রদান।

## কোর্সের বিষয়বস্তু

### মডিউল ১ : জরুরি সাড়াদান ব্যবস্থাপনায় ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি

১.১ : ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির কাঠামো ও কাজ
১.২ : দুর্যোগ ও মানবিক বিপর্যয়
১.৩ : জরুরি সাড়াদান ব্যবস্থাপনা
১.৪ : জরুরি সাড়াদান কাজে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির নেতৃত্বমূলক ভূমিকা
১.৫ : বিধিবদ্ধ দায়িত্ব পালনে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির করণীয়

**মডিউল ২ : জরুরি সাড়াদান ব্যবস্থাপনায় ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির নেতৃত্ব**

২.১ : জরুরি সাড়াদানে নেতৃত্ব
২.২ : নেতৃত্বের ধরণ
২.৩ : নেতৃত্বের গুণাবলী
২.৪ : জরুরি সাড়াদানের নেতৃত্ব প্রদানে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির করণীয়

**মডিউল ৩ : জরুরি সাড়াদান ব্যবস্থাপনায় ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির জবাবদিহিতা**

৩.১ : জবাবদিহিতা
৩.২ : জবাবদিহিতা কাঠামো
৩.৩ : জবাবাদিহিতা বিষয়ে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির করণীয়

## কোর্সের অংশগ্রহণকারী

মডিউলটির উপর প্রশিক্ষণে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যবৃন্দ (শুধুমাত্র ইউপি সদস্যবৃন্দ) অংশগ্রহণ করবে।

## প্রশিক্ষণ ও শিখন পদ্ধতি

আলোচ্য বিষয়বস্তুর উপর স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের প্রায়োগিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিবেচনা করে প্রশিক্ষণ ম্যান্যুয়ালটি প্রস্তুত করা হয়েছে। বয়স্ক শিক্ষার মূল ধারণার ওপর ভিত্তি করে এই প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালটি রচিত এবং এর প্রতিটি মডিউল ও অধিবেশনে অংশগ্রহণকারীদেরকে বড় দলে আলোচনা, ভিডিও প্রদর্শন, ভিডিও বিশ্লেষণ, মুক্ত আলোচনা, প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা থেকে শেখার বিষয়ে উৎসাহ দেয়া হয়েছে। নিম্নে প্রতিটি অধিবেশনের প্রশিক্ষণ পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো-

### প্রাক-প্রশিক্ষণ কার্যক্রম: উদ্বোধন ও পরিচিতি পর্ব

অংশগ্রহণকারীদের পরস্পরের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য সকলকে নিয়ে একটি জড়তা বিমোচন খেলার আয়োজন করা যেতে পারে। এর মাধ্যমে এই প্রশিক্ষণ থেকে অংশগ্রহণকারীগণ কী প্রত্যাশা করেন তা জানা যেতে পারে। এরপর 'প্রসার' কার্যক্রম (পরিশিষ্ট ১) সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা প্রদান ও প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করা যেতে পারে।

### মডিউল ১: জরুরি সাড়াদান ব্যবস্থাপনায় ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি

এই মডিউলের অধিবেশন পরিচালনা করার জন্য উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করার পরে বড় দলে আলোচনার মাধ্যমে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপানা কমিটির কাঠামো ও কাজ সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা যেতে পারে। এরপর জরুরি অবস্থা ও সাড়াদান বিষয়ক একটি ভিডিও প্রদর্শন ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে দুর্যোগ ও মানবিক বিপর্যয়, জরুরি সাড়াদান ব্যবস্থাপনা, জরুরি সাড়াদান কাজে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির নেতৃত্বমূলক ভূমিকা সম্পর্কে ধারণা প্রদান এবং বিধিবদ্ধ দায়িত্ব পালনে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে।

### মডিউল ২: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির অংশগ্রহণ

এই মডিউলের অধিবেশন পরিচালনা করার জন্য প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে জরুরি সাড়াদানে নেতৃত্ব, নেতৃত্বের ধরণ ও গুণাবলী সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা যেতে পারে এবং আলোচনার মাধ্যমে জরুরি সাড়াদানের নেতৃত্ব প্রদানে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির কাজ সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে।

**মডিউল ৩: জরুরি সাড়াদান ব্যবস্থাপনার নেতৃত্বে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির জবাবদিহিতা**
এই মডিউলের অধিবেশন পরিচালনা করার জন্য উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করার পরে পটগান (জবাবদিহিতা সম্পর্কিত) প্রদর্শন ও বিশ্লেষণ এর মাধ্যমে জরুরি সাড়াদানে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপানা কমিটির জবাবদিহিতার মূল উপাদান সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা যেতে পারে। এরপর দলীয় আলোচনার মাধ্যমে সাড়াদান ব্যবস্থাপনায় জবাবদিহিতা কাঠামোর ৩টি মূল উপাদান (জনগোষ্ঠীকে জানানো, তাদের কাছ থেকে জানা এবং মতামত আমলে নেওয়া) সম্পর্কিত ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সম্ভাব্য কাজ সুনির্দিষ্ট করা যেতে পারে। অত:পর প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে জরুরি সাড়াদান ব্যবস্থাপনায় ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির জবাবদিহিতা বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে।

## কোর্সের সময়সূচী

| অধিবেশন | বিষয় | সময় |
|---|---|---|
| উদ্বোধন ও পরিচিতি | | ৩০ মিনিট |
| **মডিউল ১: জরুরি সাড়াদান ব্যবস্থাপনায় ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি** | | |
| ১.১: | ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির কাঠামো ও কাজ | ৩০ মিনিট |
| ১.২: | দুর্যোগ ও মানবিক বিপর্যয় | ১৫ মিনিট |
| ১.৩: | জরুরি সাড়াদান ব্যবস্থাপনা | ১৫ মিনিট |
| ১.৪: | জরুরি সাড়াদান কাজে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির নেতৃত্বমূলক ভূমিকা | ৩০ মিনিট |
| ১.৫: | বিধিবদ্ধ দায়িত্ব পালনে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির করণীয় | ৩০ মিনিট |
| **মডিউল ২: জরুরি সাড়াদান ব্যবস্থাপনায় ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির নেতৃত্ব** | | |
| ২.১: | জরুরি সাড়াদানে নেতৃত্ব | ৩০ মিনিট |
| ২.২: | নেতৃত্বের ধরণ | ৩০ মিনিট |
| ২.৩: | নেতৃত্বের গুণাবলী | ৩০ মিনিট |
| ২.৪: | জরুরি সাড়াদানের নেতৃত্ব প্রদানে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির করণীয় | ৩০ মিনিট |
| **মডিউল ৩: জরুরি সাড়াদান ব্যবস্থাপনার নেতৃত্বে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির জবাবদিহিতা** | | |
| ৩.১: | জবাবদিহিতা | ৩০ মিনিট |
| ৩.২: | জবাবদিহিতা কাঠামো | ৪৫ মিনিট |
| ৩.৩: | জবাবাদিহিতা বিষয়ে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির করণীয় | ৪৫ মিনিট |
| প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন ও সমাপ্তি | | ৩০ মিনিট |

## ম্যানুয়াল ব্যবহার পদ্ধতি

এই ম্যানুয়ালটি মূলত প্রশিক্ষণের জন্য তৈরি করা হয়েছে। তবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্যরাও যাতে এটি সরাসরি ব্যবহার করতে পারেন সেইজন্য এতে প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত নির্দেশনা এবং বিষয়বস্তুগত ব্যাখ্যা ও তথ্যাবলী আলাদাভাবে বিন্যাস করা হয়েছে। কোন বিষয়টি ম্যানুয়ালের কোন অংশে রয়েছে তা সূচী থেকে জানা যাবে।

প্রশিক্ষকগণ প্রথমেই কোর্সের উদ্দেশ্য ও কোর্সের বিষয়বস্তু শীর্ষক অংশ দুইটি পড়ে নেবেন। এ থেকে বিষয়গুলোর ব্যাপ্তি ও পরম্পরা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে। এর উপর ভিত্তি করে, প্রয়োজনানুসারে প্রশিক্ষণের জন্য বিষয়বস্তু নির্ধারণ করবেন। বিষয়ভিত্তিক অধিবেশন পরিকল্পনা ও প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ঠিক করার জন্য প্রশিক্ষণ ও শিখন পদ্ধতি শীর্ষক অংশ পড়ে নিতে হবে। তবে, প্রশিক্ষক নিজের মতো করে অধিবেশন পরিকল্পনা করতে পারেন বা সুযোগ ও সুবিধা অনুসারে অন্যান্য পদ্ধতিও ব্যবহার করতে পারেন। প্রশিক্ষণের সময়সূচী নির্ধারণ ও প্রতি অধিবেশনের জন্য সময় বণ্টন করার জন্য কোর্সের সময়সূচী শীর্ষক সারণির সহায়তা নিয়ে প্রশিক্ষক নিজের মতো করে সময়সূচী তৈরি করবেন। অধিবেশনের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করার জন্য প্রশিক্ষক প্রতি মডিউলের শুরুতে উল্লেখিত শিখন উদ্দেশ্য অংশ পাঠ করবেন ও এর উপর ভিত্তি করে অধিবেশনের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করবেন। অধিবেশন পরিচালনা করার জন্য প্রশিক্ষক প্রথমে অধিবেশনের মূলবার্তা পড়ে নেবেন এবং এরপরে বিষয় সম্পর্কিত বর্ণনা ও তথ্যবলী পড়বেন।

সেকশন ২

# কোর্স মডিউল

মডিউল ১ : জরুরী সাড়াদান ব্যবস্থাপনায় ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি

মডিউল ২ : জরুরী সাড়াদান ব্যবস্থাপনায় ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির নেতৃত

মডিউল ৩ : জরুরি সাড়াদান ব্যবস্থাপনায় ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির জবাবদিহিতা

# মডিউল ১
# জরুরি সাড়াদান ব্যবস্থাপনায় ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি

## শিখন উদ্দেশ্য

এই মডিউল অধ্যয়নের পরে অংশগ্রহণকারীগণ ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির কাঠামো ও কাজ, দুর্যোগ ও মানবিক বিপর্যয় এবং জরুরি সাড়াদান সম্পর্কে ধারণা প্রদান ও জরুরি সাড়াদান কাজে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির নেতৃত্বমূলক ভূমিকা ও বিধিবদ্ধ দায়িত্ব পালনে তাদের কমিটির করণীয় ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

### অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ

- ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির কাঠামো ও কাজ সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- দুর্যোগ ও মানবিক বিপর্যয় সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- জরুরি সাড়াদান সম্পর্কে সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন;
- জরুরি সাড়াদান কাজে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির নেতৃত্বমূলক ভূমিকা সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- জরুরি সাড়াদান কাজে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির নেতৃত্বমূলক ভূমিকা ও বিধিবদ্ধ দায়িত্ব পালনে তাদের কমিটির করণীয় কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

## শিখন অধিবেশন

মডিউল ১ এ নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে-

১.১ : ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির কাঠামো ও কাজ
১.২ : দুর্যোগ ও মানবিক বিপর্যয়
১.৩ : জরুরি সাড়াদান ব্যবস্থাপনা
১.৪ : জরুরি সাড়াদান কাজে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির নেতৃত্বমূলক ভূমিকা
১.৫ : বিধিবদ্ধ দায়িত্ব পালনে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির করণীয়

## মডিউল ১: জরুরি সাড়াদান ব্যবস্থাপনায় ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি

**মূল বার্তা**

- ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি হলো ইউনিয়ন পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা, সমন্বয় ও সহায়তা প্রদানের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন দ্বারা গঠিত বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান;
- দুর্যোগের কারণে ক্ষতি, বিঘ্ন ও দুর্দশা ঘটে; মানুষের জীবনযাত্রায় স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে জরুরী সাড়াদান প্রয়োজন হয়;
- জরুরি সাড়াদান ব্যবস্থাপনা সাবলীল ও ফলপ্রসূ করার জন্য ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে কয়েকটি ক্ষেত্রে নেতৃত্ব নিতে হয়, এরমধ্যে রয়েছে- সার্বজনীন লক্ষ্য নির্মাণ, সম্পদ সমাবেশ, সমন্বয় ও জবাবদিহিতামূলক কার্য পরিচালনা;
- নেতৃত্বমূলক ভূমিকা পালনের মাধ্যমে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি দুর্যোগ পীড়িত মানুষের দুর্দশা লাঘবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

### ১.১. ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির কাঠামো ও কাজ

ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী দ্বারা গঠিত ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২ দ্বারা বিধিবদ্ধ। ৩৬ সদস্যের (সর্বোচ্চ ৩৯ সদস্য বিশিষ্ট) এই কমিটি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত সদস্য, ইউনিয়ন পর্যায়ের সরকারি কর্মচারি ও কয়েকজন মনোনীত স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ নিয়ে গঠিত। এই কমিটি উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির তদারকিতে কাজ করে। এর কাজের মধ্যে রয়েছে স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও প্রস্তুতিসহ সাড়াদান সম্পর্কিত সকল কাজের পরিকল্পনায় অংশ নেওয়া এবং জরুরি সাড়াদান কাজ বাস্তবায়নে সমন্বয় করা।

**বাংলাদেশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রতিষ্ঠানসমূহ**

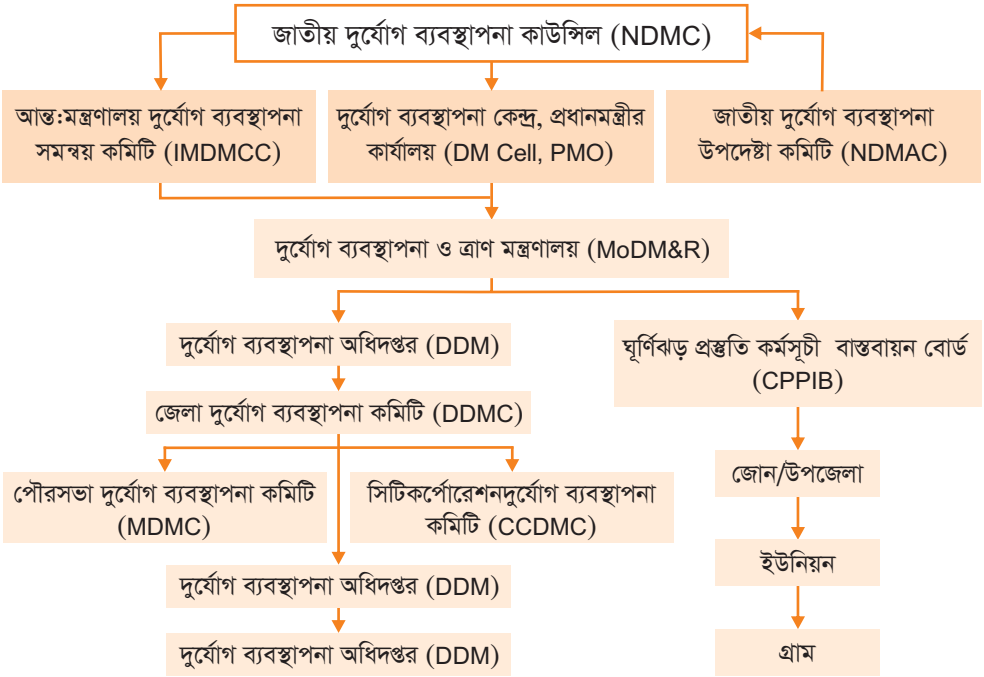

দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির কাজের যে তালিকা দিয়েছে তার মধ্যে জরুরি সাড়াদান বিষয়ে প্রধান কাজগুলো হল-

**সতর্কীকরণ পর্যায়ে**

- প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান ও স্বেছাসেবী দলের মাধ্যমে সতর্কবার্তা প্রচার ও ঝুঁকিগ্রস্ত লোকদের অপসারণের ব্যবস্থা করা এবং এই কাজ পরিবীক্ষণ করা।
- চিহ্নিত আশ্রয়কেন্দ্রগুলো ব্যবহারোপযোগী করে তোলা এবং সব আশ্রয়কেন্দ্রে নিরাপদ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্যবিধিচর্চার সুযোগ নিশ্চিত করা।

**দুর্যোগচলাকালে**

- প্রয়োজনানুসারে নিজস্ব সক্ষমতায় প্রশিক্ষিত বিশেষ বাহিনীর মাধ্যমে উদ্ধার কাজের ব্যবস্থা করা।
- ইউনিয়ন পর্যায়ের সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি ত্রাণ কাজের সমন্বয় করা।
- স্থানীয় ও বহিরাগত সকল ত্রাণকর্মীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
- নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সুরক্ষা নিশ্চিত করা।
- নারী, পুরুষ নির্বিশেষে দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের মর্যাদা ও সম্মান রক্ষা করা।

## ১.২. দুর্যোগ ও মানবিক বিপর্যয়

প্রাকৃতিক আপদ, যেমন- ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, নদীভাঙ্গন ও ভূমিকম্প, বা পরিবেশগত আপদ, যেমন- লবণাক্ততা ও জলাবদ্ধতা অথবা মানবসৃষ্ট আপদ, যেমন- ভবনধ্বস, অগ্নিকান্ড ও সহিংস বিবাদ দুর্যোগ সৃষ্টি করতে পারে। দুর্যোগের কারণে জীবন, সম্পদ ও পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি হয়, সেবা ব্যবস্থা, জীবিকা ও সামাজিক কাজকর্মে গুরুতর বিঘ্ন ঘটে ও আক্রান্ত জনগোষ্ঠী শারীরিক, মানসিক ও সামাজিকভাবে দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

> দুর্যোগ হলো প্রাকৃতিক বা মানুষের সৃষ্ট আপদের কারণে সৃষ্ট এমন পরিস্থিতি যা আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর জান, মাল, পরিবেশ, প্রাত্যহিক জীবিকা ও মনোজগত মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং এই পরিস্থিতি থেকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার জন্য অন্যের সহযোগিতা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে।

দুর্যোগের কারণে জীবন, সম্পদ ও পরিবেশের ক্ষতি হয়, সেবা, জীবিকা ও সামাজিক কাজে বিঘ্ন ঘটে এবং জনগোষ্ঠী দুর্দশাগ্রস্ত হয়।

**জীবন, সম্পদ ও পরিবেশের ক্ষতি**

- জীবন - আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর অনেকেই মারা যেতে বা আহত হতে পারে।
- সম্পদ - ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, ব্রিজকালভার্ট, গরুছাগল, হাঁসমুরগি বা মাঠের ফসল নষ্ট হতে পারে।
- পরিবেশ - বনভূমির গাছপালা উপড়ে পড়তে পারে, জলাভূমি আবর্জনায় ভরে যেতে পারে বা পানির উৎস লবণাক্ত হয়ে যেতে পারে।

**সেবা, জীবিকা ও সামাজিক কাজকর্মে বিঘ্ন**

- সেবা - পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ বিতরণ, যোগাযোগ, চিকিৎসাকেন্দ্র ও স্কুল-কলেজ বন্ধ হয়ে যেতে পারে।
- জীবিকা - চাষাবাদ, কলকারখানা ও হাটবাজার অচল হয়ে পড়তে পারে।
- সামাজিক কাজকর্ম - বিনোদন, উৎসব, পালাপার্বণ ও সামাজিক অনুষ্ঠান বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

**জনগোষ্ঠীর দুর্দশা**

- শারীরিক - জরুরি চাহিদা মেটাতে পারে না; ফলে, ক্ষুধা, পিপাসা, অশুচিতা, অসুস্থতা ও অপুষ্টিতে

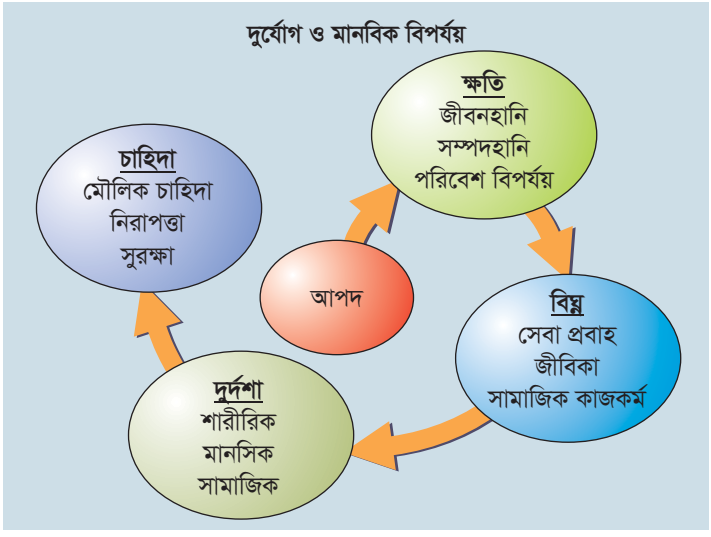


উদ্দেশ্য হলো মানুষের জীবন বাঁচানো। বিশেষ করে, ভবন ধ্বসে সন্ধান ও উদ্ধার কাজ জরুরি হয়ে পড়ে। সন্ধান ও উদ্ধার কাজ দলবদ্ধভাবে করতে হয়। এই কাজে শৃঙ্খলা ও বিশেষ দক্ষতা দরকার হয়। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত দক্ষ কর্মী নিয়ে গঠিত সুশৃঙ্খল দলের সাহায্যে সন্ধান ও উদ্ধার কাজ চালানো উচিৎ। অদক্ষ কর্মীর মাধ্যমে এই কাজ করা বিপদজনক। এভাবে সাধারণত

**মানবিক বিপর্যয়**

- ২০০৭ সালে সাইক্লোন সিডরে ১২টি জেলায় প্রায় ২৬ লক্ষ লোক খাদ্য সংকটে পড়ে।
- ২০০৯ সালে সাইক্লোন আইলায় খুলনা ও সাতক্ষীরা জেলার প্রায় ১০ লক্ষ লোক ঘরবাড়ি হারিয়ে বাঁধের উপর আশ্রয় নেয়।
- ২০১১ সালে সাতক্ষীরা জেলায় জলাবদ্ধতায় প্রায় ২ লক্ষ পরিবার পানি বন্দি হয়ে পড়ে।

উদ্ধার কাজ সফল হয় না; উপরন্তু, এতে অনেক সময় উদ্ধারকারী নিজেই বিপদে পড়ে।

**মানবিক সহায়তা**

দুর্যোগ আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর মৌলিক চাহিদা মেটানো ও দুর্দশা মোচনের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী ও সেবা তাৎক্ষণিকভাবে সরবরাহ করা মানবিক সহায়তার মূল লক্ষ্য। এই প্রয়োজনীয় সামগ্রী ও সেবার মধ্যে রয়েছে খাদ্য, পানি, বস্ত্র, বাসস্থান, পয়ঃনিষ্কাশন, চিকিৎসা। এছাড়াও আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং তাদের মর্যাদা রক্ষা করা মানবিক সহায়তার আওতাভুক্ত। মানবিক সহায়তা পাওয়া আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর অধিকার হিসেবে স্বীকৃত এবং সহায়তা প্রদানের ন্যূনতম মান বহাল রাখা বিশেষ জরুরি। সাধারণত, সরকারি পর্যায়ে ও বিভিন্ন এনজিওর মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে মানবিক সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে। মানবিক সহায়তা প্রদান প্রাথমিক ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণের উপর নির্ভরশীল।

## ১.৪. জরুরি সাড়াদান কাজে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির নেতৃত্বমূলক ভূমিকা

জরুরি সাড়াদান ব্যবস্থাপনা সাবলীল ও ফলপ্রসূ করার জন্য ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে কয়েকটি ক্ষেত্রে নেতৃত্ব নিতে হয়। এর মধ্যে রয়েছে-

**সার্বজনীন লক্ষ্য নির্মাণ**

দুর্যোগের ক্ষতি নিরূপণ ও চাহিদা বিশ্লেষণ করে সাড়াদান কার্যক্রমের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা। জরুরি সাড়াদানের লক্ষ্য হল দুর্যোগ আক্রান্ত মানুষের দুর্দশা কমানো ও দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা। এ সময়ে মানবিক সহায়তা তাদেরই পাওয়া উচিৎ যারা সব থেকে বেশি দুর্দশাগ্রস্ত। তাছাড়া সাহায্যের

ধরণ ও পরিমাণ এমন হওয়া উচিৎ যাতে তা ভুক্তভোগীর দুর্দশা মোচনে কার্যকর হয়। ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির ভূমিকা হল এই প্রেক্ষাপটে সার্বজনীন উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা ও তা সকল স্বার্থসংশ্লিষ্টদের কাছেগ্রহণযোগ্য করে তোলা।

**সম্পদ সমাবেশ**

দুর্যোগজনিত ক্ষতি নিরূপণ, চাহিদা নির্ধারণ ও মানবিক সহায়তা দানের জন্য যথেষ্ট পরিমান সম্পদ দরকার হয়। এই সম্পদের মধ্যে রয়েছে অর্থ সম্পদ, বস্তু সামগ্রী (যেমন- খাবার, পানি, কম্বল, চাদর, রান্নার সরঞ্জাম, ওষুধপত্র, গৃহনির্মাণ সামগ্রী), প্রযুক্তি (যেমন- টেলিফোন, রেডিও, ইন্টারনেট, মেগাফোন, ডিটেক্টিং ডিভাইস, ধ্বংসস্তুপ সরানোর যন্ত্র, খোঁড়ার যন্ত্র) ও দক্ষ মানব সম্পদ (যেমন- সতর্কবার্তা প্রদান, উদ্ধার কাজ ও সেবা প্রদানের জন্য যথেষ্ট সংখ্যক দক্ষ কর্মী)। দ্রুত সাড়াদান কাজ শুরু করার জন্য সম্পদ সমাবেশ করা ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির কাজের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সম্পদ আহরণ করতে হলে জানতে হবে কাজটি কি এবং এর জন্য কি ধরণের ও কি পরিমাণ সম্পদ লাগবে। এর অর্থ হলো দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত একটা সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকতে হবে। আরও জানতে হবে এসব সম্পদ কোথা থেকে এবং কিভাবে পাওয়া সম্ভব। সেই সাথে যাতে সময়তম যথেষ্ট পরিমাণে প্রয়োজনীয় সম্পদ পাওয়া যায় তার জন্য বাস্তবসম্মত কাজগুলো নির্ধারণ করতে হবে ও তা শুরু করতে হবে।

**সমন্বয়**

দুর্যোগ আক্রান্ত জনগোষ্ঠীতে নানা ধরণের সংস্থা জরুরি সাড়াদান কাজে যোগ দেয়। এদের অগ্রাধিকার, কর্মকৌশল ও ক্ষমতা একে অপরের থেকে ভিন্ন। এদের কেউ এককভাবে কাজ করে, আবার কেউ অন্যের সাথে যৌথভাবে কাজ করে।

এছাড়াও, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলো খাতওয়ারি আলাদা আলাদা সহায়তা দিয়ে থাকে। স্থানীয় পর্যায়ে সকল সাড়াদান কার্যক্রম একটা সার্বজনীন উদ্দেশ্য ও সামগ্রিক পরিকল্পনার আওতায় আনা বিশেষ জরুরি। এই লক্ষ্যে ইউনিয়ন পর্যায়ে সকল সাড়াদান কাজের সমন্বয় করা ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির একটা দায়িত্ব। কার্যকরভাবে এই দায়িত্ব পালনের জন্য ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করে বাস্তব সম্মত একটা কৌশল নির্বাচন করতে পারে।

- ***পরিকল্পনার মাধ্যমে সমন্বয়-*** পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বা খাতের বা স্তরের পরিকল্পনাগুলো একীভূত একটি সার্বিক পরিকল্পনা করা। এরফলে কর্মসূচীর ঘাটতি বা বাহুল্য দূর হয় এবং প্রত্যেকের কাজগুলো সুনির্দিষ্ট হয়।
- ***বণ্টনের মাধ্যমে সমন্বয়-*** এক এক ধরণের কাজ এক এক প্রতিষ্ঠানের জন্য নির্দিষ্ট করা অথবা এলাকা ভিত্তিক কাজ বণ্টন করা।
- ***নির্দেশনার মাধ্যমে সমন্বয়-*** নির্দেশনার মাধ্যমে কাজগুলো পুনর্বিন্যাস করা।
- ***নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সমন্বয়-*** প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের জন্য সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা ও তাদের সাফল্য পরিমাপের মানদন্ড নির্ধারণ করা।

**জবাবদিহিতামূলক কার্য পরিচালনা**

জরুরি সাড়াদানের মাধ্যমে সীমিত সম্পদের সাহায্যে অধিক সংখ্যক দুর্যোগ পীড়িত মানুষের দুর্দশা মোচনের চেষ্টা করা হয়। এই প্রচেষ্টা কার্যকর ও ফলপসূ করার জন্য কার্যক্রমে জবাবদিহিতা থাকা অপরিহার্য। ইউনিয়ন পর্যায়ে পরিচালিত সাড়াদান কার্যক্রমে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

## ১.৫. বিধিবদ্ধ দায়িত্ব পালনে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির করণীয়

**সার্বজনীন লক্ষ্য নির্মাণ**

- এলাকার ঝুঁকি চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে সম্ভাব্য দৃশ্যকল্প তৈরি করা।
- ঝুঁকি চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে একটা সাড়াদান পরিকল্পনা তৈরি করা।
- ক্ষতি চাহিদা নিরূপণ, মানবিক সহায়তা বিতরণ ও সাড়াদান বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করা।

**সম্পদ সমাবেশ**

- প্রস্তাবিত সাড়াদান পরিকল্পনার আলোকে প্রয়োজনীয় সম্পদের ধরণ ও পরিমাণ নির্ধারণ করা।
- সম্পদ সমাবেশের কৌশল নির্ধারণ করা।
- জনগোষ্ঠীতে বার্তা প্রচারের জন্য প্রযুক্তি, পদ্ধতি ও কাঠামো স্থাপন করা।

**সমন্বয়**

- সতর্কবার্তা প্রচারের জন্য দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ স্থাপন করা।
- দ্রুত তথ্য আদান-প্রদানের জন্য স্বার্থসংশ্লিষ্ট সকলের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা।

**জবাবদিহিতামূলক কার্য পরিচালনা**

- জরুরি সাড়াদানে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির নেতৃত্বের ভূমিকা চিহ্নিত করা।
- স্বচ্ছতা ও তথ্য আদান-প্রদানের জন্য  একটি বাস্তবসম্মত ও কার্যকর পদ্ধতি তৈরি করা।

# মডিউল ২
# জরুরি সাড়াদান ব্যবস্থাপনায় ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির নেতৃত্ব

## শিখন উদ্দেশ্য

এই মডিউল অধ্যয়নের পরে অংশগ্রহণকারীগণ জরুরি সাড়াদানে নেতৃত্ব, নেতৃত্বের ধরণ ও নেতৃত্বের গুণাবলী এবং জরুরি সাড়াদানের নেতৃত্ব প্রদানে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির কাজ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

### অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ

- জরুরি সাড়াদানে নেতৃত্ব বলতে কী বোঝায় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- নেতৃত্বের ধরণ বর্ণনা করতে পারবেন;
- নেতৃত্বের গুণাবলী সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন;
- জরুরি সাড়াদানের নেতৃত্ব প্রদানে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির করণীয় কী তা বলতে পারবেন।

## শিখন অধিবেশন

মডিউল ২ এ নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে-

২.১ : জরুরি সাড়াদানে নেতৃত্ব
২.২ : নেতৃত্বের ধরণ
২.৩ : নেতৃত্বের গুণাবলী
২.৪ : জরুরি সাড়াদানের নেতৃত্ব প্রদানে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির করণীয়

# মডিউল ২: জরুরি সাড়াদান ব্যবস্থাপনায় ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির নেতৃত্ব

**মূল বার্তা**

- জরুরি সাড়াদান ব্যবস্থাপনায় নেতৃত্বের মূলকথা হলো সার্বজনীন লক্ষ্য অর্জনের জন্য সবাইকে সমবেত করা এবং পরিবর্তনশীল পরিস্থিতি অনুধাবন করে স্বীয় প্রণোদনায় স্বাধীনভাবে ও নিজ দায়িত্বে সার্বিক লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে অন্যদের সঞ্চালিত করা;
- বিভিন্ন ধরণের নেতৃত্ব রয়েছে; দক্ষ ও কার্যকরভাবে জরুরি সাড়াদান কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য নেতৃত্বের কতগুলো বিশেষ গুণাবলীর প্রয়োজন রয়েছে;
- জরুরি সাড়াদান ব্যবস্থাপনায় ইউডিএমসি'র নেতৃত্বের উপাদানের মধ্যে রয়েছে সার্বজনীন লক্ষ্য নির্মাণ, সম্পদ সমাবেশ, সমন্বয়, জবাবদিহিতামূলক কার্য পরিচালনা;
- জরুরি অবস্থায় ভুক্তভোগী মানুষের দুর্দশা লাঘবে মানবিক সহায়তার পরিকল্পনা, সম্পদ সমাবেশ ও কার্যক্রম সমন্বয় করা জরুরি সাড়াদানের নেতৃত্ব প্রদানে ইউডিএমসি'র সম্ভাব্য কাজ।

## ২.১. জরুরি সাড়াদানে নেতৃত্ব

সার্বজনীন লক্ষ্য অর্জনের জন্য সবাইকে সমবেত করা এবং পরিবর্তনশীল পরিস্থিতি অনুধাবন করে স্বীয় প্রণোদনায় স্বাধীনভাবে ও নিজ দায়িত্বে সার্বিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য অন্যদের সঞ্চালিত করাই নেতৃত্ব।

নেতৃত্বের মূলকথা হল, সার্বজনীন লক্ষ্য অর্জনের জন্য সবাইকে সমবেত করা এবং পরিবর্তনশীল পরিস্থিতি অনুধাবন করে স্বীয় প্রণোদনায় স্বাধীনভাবে ও নিজ দায়িত্বে সার্বিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য অন্যদের সঞ্চালিত করা। এটি একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য সবাইকে একজোট করা হয়। এর জন্য আদেশ-নির্দেশ জারি করা বা ক্ষমতা ও প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে সবাইকে নিয়ন্ত্রণ করা সব সময় জরুরি নয়। এমনকি সর্বজনীন আকাঙ্খা সম্মিলিতভাবে অর্জন করার জন্য সবসময় প্রাতিষ্ঠানিক এখতিয়ার দরকার হয় না।

দুর্যোগ আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর মাঝে ত্রাণ বিতরণ নিছক প্রকল্প নয়, এটা এখন দুর্যোগ আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর মানবিক সহায়তা পাওয়ার অধিকার। ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির কাজ হল দুর্যোগ পীড়িত জনগোষ্ঠীর এই অধিকার নিশ্চিত করা। ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি সাড়াদান কাজে নেতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণ করে এই কাজটি সঠিকভাবে করতে পারে। জরুরি সাড়াদান ব্যবস্থাপনায় নেতৃত্বের উদ্দেশ্য হল সার্বজনীন লক্ষ্য অর্জনের জন্য সবাইকে সমবেত করা এবং পরিবর্তনশীল পরিস্থিতি অনুধাবন করে স্বীয় প্রণোদনায় স্বাধীনভাবে ও নিজ দায়িত্বে সার্বিক লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে অন্যদের সঞ্চালিত করা।

## ২.২. নেতৃত্বের ধরণ

কোন ব্যক্তি বা দলের অভ্যন্তরীণ অথবা বাহ্যিক স্বার্থসংশ্লিষ্টদের প্রভাবিত করার মাধ্যমে কাম্য ফলাফল অর্জনের জন্য নেতৃত্ব দরকার হয়। এই নেতৃত্ব তিন ধরণের হতে পারে; যেমন- নির্দেশনামূলক নেতৃত্ব, অংশগ্রহণমূলক নেতৃত্ব ও অর্পিত নেতৃত্ব।

**নেতৃত্বের ধরণ**

- নির্দেশনামূলক নেতৃত্বের ক্ষেত্রে দলনেতা কর্ম-সম্পাদনে উদ্যোগী হন, অন্যদের উৎসাহ প্রদান করেন, দায়িত্ব অর্পণ করেন পাশাপাশি কাজের জন্য প্রশংসা অথবা ভর্ৎসনা করেন।
- অংশগ্রহণমূলক নেতৃত্বে দলনেতা আলোচনার মাধ্যমে ফলাফল নিশ্চিত করেন, অন্যান্য সদস্যদের অন্তর্ভুক্তির জন্য নানাবিধ প্রশ্ন উত্থাপন করেন, স্বতঃস্ফূর্তভাবে দায়িত্ব গ্রহণের জন্য অন্যদের উৎসাহিত করেন, অঙ্গীকার রক্ষা করেন এবং সংখ্যাগরিষ্ঠতার উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সদস্যদের মতামত সংগ্রহ করেন।
- অর্পিত নেতৃত্বের ক্ষেত্রে দলনেতা নিজে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন না বরং অন্য কেউ কার্যকরী কিছু উত্থাপন করলে তাকে নীরব সমর্থন দেন। এক্ষেত্রে দলনেতা নেতৃত্ব প্রদানে সক্ষম কাউকে খুঁজে পেলে ধীরে ধীরে তাঁর উপর নেতৃত্ব হস্তান্তর করেন।

- Handout, ALNAP Training – Leadership in Action

## ২.৩. নেতৃত্বের গুণাবলী

দক্ষ ও কার্যকরভাবে জরুরি সাড়াদান কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য নেতৃত্বের কতগুলো বিশেষ গুণাবলীর প্রয়োজন রয়েছে। নেতা হিসাবে সকলের সমর্থন পেতে হলে কিছু ব্যক্তিগত গুণাবলী থাকা আবশ্যক; যেমন- ক) নৈতিক ও সৎ আচরণ করা, খ) আত্মসচেতনতা ও আত্মবিশ্বাস, গ) বিনয়- অন্যের কাছ থেকে শেখা ও অপরের প্রশংসা করার প্রবণতা থাকা, ঘ) অধ্যবসায় থাকা ও দৃঢ় সংকল্প এবং ঙ) উদ্যমী ও কর্মস্পৃহা থাকা। আর নেতৃত্বের ভূমিকা সুচারুরূপে পালন করার জন্য অবশ্যই দল গঠন, সার্বিক তত্ত্বাবধান ও পরিচালনা করার দক্ষতা থাকতে হবে।

নেতৃত্ব প্রয়োগের ক্ষেত্রে যা দরকার তা হল-

- **একযোগে কাজ করা-** একজন দলনেতার একার পক্ষে কখনোই সাফল্য অর্জন করা সম্ভব নয়। "দলনেতা পিরামিডের শীর্ষে থাকবেন" এই পুরনো ধারণা সত্যি নয়।
- **দূরদৃষ্টি-** দলনেতা তার দূরদৃষ্টির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ লক্ষ্য নির্ধারণ করেন। প্রতিষ্ঠানে অন্যান্য সদস্যদের সাথে এ লক্ষ্য সম্পর্কে কথা বলা ও তাদের এই লক্ষ্যের সাথে সম্পৃক্ত করা একটি জরুরি বিষয়।
- **ঝুঁকি গ্রহণ-** প্রয়োজনে ঝুঁকি নেয়া ও নতুনত্ব আনা নেতৃত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। দলনেতাগণ স্বাভাবিকভাবেই ঝুঁকি গ্রহণ করেন, পাশাপাশি নিজেদের ভুল এবং সাফল্য থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন। সুতরাং তারা অবশ্যই তাদের দলের সদস্যদের উৎসাহ প্রদান করবেন যেন তারা তাদের ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন। কেননা ভুল না করে কিছু শেখা সম্ভব নয়। সকল নতুনত্ব ও পরিবর্তনেই ঝুঁকি ও বাধা থাকে।
- **স্বীকৃতি ও উৎসাহ প্রদান-** একজন কার্যকর দলনেতাকে অবশ্যই তাঁর দলের সদস্যদের ভালো কাজকে মূল্যায়ন ও স্বীকৃতি প্রদান করতে হয়। দলের কর্মস্পৃহা বাড়াতে ও সঠিকভাবে কাজ পরিচালনা করতে হলে সকল সদস্যদের উৎসাহ প্রদান করা দলনেতার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

- Handout, ALNAP Training – Leadership in Action

## ২.৪. জরুরি সাড়াদানের নেতৃত্ব প্রদানে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির করণীয়

জরুরী অবস্থায় ভুক্তভোগী মানুষের দুর্দশা লাঘবে মানবিক সহায়তার পরিকল্পনা, সম্পদ সমাবেশ ও কার্যক্রম সমন্বয় করা জরুরি। সাড়াদানের নেতৃত্ব প্রদানে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির কাজের মধ্যে রয়েছে-

- **দুর্যোগজনিত সংকটকালে স্বপ্রণোদিত হয়ে ও সবার আগে কাজে নামা:** দুর্যোগের সূচনা দেখা দিলে বাইরের সংস্থার জন্য অপেক্ষা না করে নিজে থেকে সতর্কবার্তা প্রচার, আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা, ক্ষতি-চাহিদা নিরূপণ ও সহায়তা সামগ্রী বিতরণের ব্যবস্থা করা ও এ বিষয়ে অন্যদের সাথে যোগাযোগ করা।

- **প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও স্বীয় দায়িত্ব পলন করা:** সংকটকালে সম্পদের সীমাবদ্ধতা ও বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার ঘাটতি সত্ত্বেও আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর দুর্দশা লাঘবের কাজ ও এ বিষয়ে সকলকে উৎসাহ দেওয়া এবং সকলের মনোবল অটুট রাখতে সাহায্য করা।
- **ঝুঁকিগুলো আগে থেকেই বোঝা ও এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া:** দুর্যোগের সম্ভাব্য ক্ষতিসমূহ আগে থেকেই বিশ্লেষণ করা ও আপদ চলাকালে জনগোষ্ঠীর বিপদ ও সহায়তাকর্মীর ঝুঁকিসমূহ বিবেচনা করা এবং এর আলোকে সাড়াদান কৌশল ও মানব সম্পদ কাজে লাগানো; বিশেষ করে অতিরিক্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজে কম দক্ষ কর্মী প্রেরণ করা থেকে বিরত থাকা।
- **জরুরি সাড়াদান কাজে প্রভাবশালী স্বার্থসংশ্লিষ্টদের সংযুক্ত করা এবং কার্যকর সমন্বয়ের ব্যবস্থা করা:** কালক্ষেপণ না করে নিজস্ব সক্ষমতায় দ্রুত সাড়াদান শুরু করা উচিৎ, তবে এর সাথে অচিরেই অন্যান্য স্বার্থসংশ্লিষ্টদের যুক্ত করা আবশ্যক আর এর জন্য সমন্বয়ের ব্যবস্থা করা বিশেষ জরুরি।
- **সবার স্বার্থে বা প্রয়োজন হলে অতিরিক্ত দায়িত্ব নেওয়া:** কোন কর্মী নিজের কাজ পুরোপুরি করতে না পারলে বাড়তি দায়িত্ব নিয়ে তার কাজ করে দেওয়া।
- **বিপদকালে সাহস না হারিয়ে সবাইকে সমবেত করা:** দুর্যোগের তান্ডব বা ক্ষয়ক্ষতি দেখে বিচলিত না হয়ে ঠান্ডা মাথায় পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা, সবাইকে একজোট করে প্রত্যেকের দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়া ও সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য সকলকে পরিচালনা করা।

# মডিউল ৩
# জরুরি সাড়াদান ব্যবস্থাপনার নেতৃত্বে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির জবাবদিহিতা

## শিখন উদ্দেশ্য

এই মডিউল অধ্যয়নের পরে অংশগ্রহণকারীগণ জরুরী সাড়াদানে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির জবাবদিহিতার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

### অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ

- জরুরি সাড়াদানে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির জবাবদিহিতা বলতে কী বোঝায় তা বলতে পারবেন;
- জবাবদিহিতার কাঠামো ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- জরুরি সাড়াদানে জবাবদিহিতা বিষয়ে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির করণীয় কী তা বর্ণনা করতে পারবেন।

## শিখন অধিবেশন

মডিউল ৩ এ নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে-

৩.১ : জবাবদিহিতা
৩.২ : জবাবদিহিতা কাঠামো
৩.৩ : জবাবাদিহিতা বিষয়ে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির করণীয়

## মডিউল : জরুরি সাড়াদান ব্যবস্থাপনায় ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির জবাবদিহিতা

**মূল বার্তা**

- জবাবদিহিতা হলো দায়িত্বশীলতার সাথে ক্ষমতা ব্যবহার নিশ্চিত করার ব্যবস্থা; এর মূল বিষয় হলো সকলকে কার্যক্রম ও এর অগ্রগতি সম্পর্কে জানানো, সকলের মতামত নেওয়া এবং অভিযোগ গ্রহণ ও তার নিষ্পত্তি করা;
- সীমাবদ্ধ সম্পদ সঠিকভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে অধিক সংখ্যক মানুষের দুর্দশা লাঘব করা জরুরি সাড়াদানে ইউডিএমসি'র জবাবদিহিতার মূল বিষয়। এর জন্য একটি কাঠামো ও প্রক্রিয়া থাকতে হয়;
- সাড়াদানে ইউডিএমসি'র জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হলে স্বচ্ছতা, নিরপেক্ষতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা থাকা আবশ্যক;
- ইউডিএমসি'র করণীয় হলো জরুরি সাড়াদান কার্যক্রমে ভুক্তভোগী জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করা, তাদের মর্যাদা নিশ্চিত করা, বৈচিত্র্য ও প্রত্যাশা নির্ধারণ এবং তাদের মতামত আমলে নেওয়া।

### ৩.১. জবাবদিহিতা

জবাবদিহিতা হলো দায়িত্বশীলতার সাথে ক্ষমতা ব্যবহার নিশ্চিত করার ব্যবস্থা। জবাবদিহিতা দায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করে ও ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ করে। জবাবদিতার মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সীমিত সম্পদের সুষ্ঠু ও সর্বোচ্চ ব্যবহার সম্ভব হয়। সীমাবদ্ধ সম্পদ সঠিকভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে অধিক সংখ্যক মানুষের দুর্দশা লাঘব করতে জরুরি সাড়াদানে ইউডিএমসি'র জবাবদিহিতার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির বিধিবদ্ধ দায়িত্ব রয়েছে। তাই জরুরি সাড়াদান কাজের ব্যবস্থাপনায় এই কমিটির জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা খুবই জরুরি। জরুরি সাড়াদান ব্যবস্থাপনায় ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির জবাবদিহিতার মূলে রয়েছে সীমাবদ্ধ সম্পদের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে অধিক সংখ্যক মানুষের দুর্দশা লাঘব করা। জরুরি সাড়াদান কার্যক্রমের পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও এর অগ্রগতি সম্পর্কে জনগোষ্ঠীকে জানানো, সকলের মতামত ও অভিযোগ গ্রহণ এবং অভিযোগ নিষ্পত্তির মাধ্যমে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি তার জবাবদিহিতার প্রয়োগ দেখাতে পারে। এর জন্য একটা কাঠামো ও প্রক্রিয়া দরকার হয়; আর এই কাজটা করতে হয় স্বচ্ছতা ও দায়িত্বশীলতার সাথে।

### ৩.২. জবাবদিহিতা কাঠামো

ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির জবাবদিহিতা কাঠামোর মধ্যে রয়েছে-

- ***চলমান ও ভবিষ্যৎ কর্মসূচী সম্পর্কে সবাইকে জানানো-*** সাড়াদান সম্পর্কিত কর্মসূচীগুলো কী এবং এতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির ও জনগোষ্ঠীর কী ভূমিকা রয়েছে তা জানানো। এছাড়া, কর্মসূচী বাস্তবায়ন ও এর অগ্রগতি সম্পর্কে জনগোষ্ঠীকে জানানো; যেমন- কাজগুলো কী ও এগুলো করার প্রক্রিয়া কী হবে ও কতদিন চলবে, সাড়াদানের মাধ্যমে কী সহায়তা দেওয়া হবে, এর পরিমাণ, গুণগত মান ও লক্ষ্যমাত্রা কী, কারা এর উপকারভোগী ও এদেরকে কিভাবে সনাক্ত করা হবে, সহায়তা বিতরণ পদ্ধতি কী হবে, এতে কী সম্পদ ব্যবহার হবে বা কত খরচ হবে আর এই সম্পদ কোথা থেকে ও কিভাবে জোগাড় হবে বা হয়েছে; কার্যক্রমের অগ্রগতি কতদূর ও এতে কী বাধাবিপত্তি মোকাবেলা করতে হয়েছে। এছাড়াও জানাতে হবে জনগোষ্ঠী বা উপকারভোগীর মতামত বা কোন অভিযোগ থাকলে কোথায় ও কিভাবে জানাবে।

| জবাবদিহিতা কাঠামো | |
|---|---|
| জনগোষ্ঠীকে জানানো | • কী তথ্য দেওয়া হবে<br>• কখন কখন তথ্য বিতরণ করা হবে<br>• তথ্য বিতরণের মাধ্যম ও প্রক্রিয়া কী হবে<br>• কারা তথ্য পাবে |
| জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে জানা | • কর্মসূচীর কোন কোন পর্যায়ে জানতে হবে<br>• কোন কোন বিষয়ে জানতে হবে<br>• কার কার কাছ থেকে জানতে হবে<br>• জানার পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া কী হবে<br>• প্রাপ্ত তথ্য কিভাবে কাজে লাগানো হবে |
| মতামত ও অভিযোগ গ্রহণ | • কর্মসূচীর কোন কোন পর্যায়ে অভিযোগ গ্রহণ করা হবে<br>• কোন কোন বিষয়ে অভিযোগ করা যাবে<br>• অভিযোগ করার পদ্ধতি কী হবে<br>• কিভাবে অভিযোগ আমলে নেওয়া হবে ও নিষ্পত্তি করা হবে<br>• অভিযোগ নিষ্পত্তি সম্পর্কে কিভাবে ফিডব্যাক দেওয়া হবে |

- ***জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে দুর্যোগজনিত দুর্দশা ও চাহিদাগুলো জানা-*** কার্যক্রমের সকল পর্যায়ে, যেমন- অবস্থা বিশ্লেষণ, সমস্যা চিহ্নিতকরণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নে জনগোষ্ঠীর মতামত ও পরামর্শ নেওয়া। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি এর জন্য অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারে। আর এর প্রক্রিয়া এমন হতে হবে যাতে জনগোষ্ঠীর সর্বস্তরের ও সব শ্রেণীর লোক অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। বিশেষ করে এতে নারী, প্রতিবন্ধী ও সুবিধা বঞ্চিত শ্রেণীর লোকের অংশগ্রহণের ব্যবস্থা থাকা জরুরি।

- ***অভিযোগ গ্রহণ ও তা আমলে নেওয়া-*** কার্যক্রম ও এর অগ্রগতি সম্পর্কে কারো কোন মতামত বা এ বিষয়ে কোন অভিযোগ থাকলে তারা যেন তা জানাতে পারে। বিশেষ করে সহায়তার গুণগত মান, পরিমাণ, উপকারভোগী নির্বাচন, সহায়তা বিতরণ পদ্ধতি, সহায়তাদানকারী কর্মীদের আচরণ সম্পর্কে জনগোষ্ঠী যেন মতামত বা অভিযোগ জানাতে পারে। এর জন্য একটা ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং নিশ্চিত করতে হবে যেন জনগোষ্ঠীর যে কেউ মতামত দিতে বা অভিযোগ জানাতে পারবে। কোন মতামত বা অভিযোগ পাওয়া গেলে তা আমলে নিতে হবে।

## ৩.৩. স্বচ্ছতা ও দায়িত্বশীলতা

স্বচ্ছতা হল পরিকল্পিত সাড়াদান কাজগুলো এমনভাবে ব্যাখ্যা করা যাতে জনগোষ্ঠীর সবাই কাজের ধরণ ও ফলাফল সম্পর্কে সঠিক ধারণা পায়। এ বিষয়ে এমনভাবে তথ্য দিতে হবে যাতে জনগোষ্ঠীর সবাই তা পায় এবং বুঝতে পারে। প্রচারিত তথ্যগুলো সঠিক হতে হবে এবং সময়মত তা জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছাতে হবে। আর দায়িত্বশীলতা হল সততার সাথে প্রতিশ্রুতি অনুসারে কাজ করা। যে কাজগুলো যেভাবে করা হবে

**স্বচ্ছতা**
- কাজের ধরণ ও ফলাফল সম্পর্কে সঠিক ধারণা
- কাজ সম্পর্কিত তথ্য সকলের নাগালে রাখা

**দায়িত্বশীলতা**
- সততার সাথে প্রতিশ্রুতি অনুসারে কাজ করা
- প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম হলে সবাইকে জানানো

বলে জানানো হয়েছিল সেই কাজগুলো ঠিক সেইভাবে করা। কারণ বশত কাজের পরিকল্পনায় যদি কোন পরিবর্তন আনতে হয় তাহলে তা সাথে সাথেই সবাইকে জানানো দরকার।

সেকশন ৩

# পরিশিষ্ট

# পরিশিষ্ট ১
# প্রসার পরিচিতি

সম্প্রতি বাংলাদেশ খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা হ্রাসে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। তারপরও দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪০ ভাগ দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করছে এবং পাঁচ বছরের কম বয়সী ৪০ ভাগের বেশি শিশু চরম পুষ্টিহীনতায় ভুগছে। খাদ্য নিরাপত্তার মূল বিষয় হলো খাদ্যের সহজলভ্যতা, পাওয়ার সুযোগ ও যথাযোগ্য ব্যবহার; যা স্বাস্থ্যসেবা, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সুশাসনের অপর্যাপ্ত ব্যবস্থার কারণে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। বিশ্বের জলবায়ু পরিবর্তন ও ঘন ঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাব এসব কিছুকে আরো প্রকট করে তুলছে। *প্রসার* খুলনা বিভাগের উপকূলবর্তী এলাকার সবচাইতে দরিদ্র ও অপুষ্টি আক্রান্ত প্রান্তিক পরিবারগুলোকে

**কর্মসূচি:** প্রোগ্রাম ফর স্ট্রেনদেনিং হাউজহোল্ড এ্যাকসেস টু রিসোর্সেস (প্রসার)

**লক্ষ্য:** খুলনা বিভাগের বিপদাপন্ন গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা হ্রাস করা

**কর্ম এলাকা:** নড়াইল, বাগেরহাট ও খুলনা জেলার লোহাগড়া, শরণখোলা ও বটিয়াঘাটা উপজেলার ২৩টি ইউনিয়ন

**কর্মসূচির মেয়াদ:** জুন ২০১০ - মে ২০১৫

**আর্থিক সহায়তায়:** ইউনাইটেড স্টেট এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ইউএসএআইডি) ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

**অংশীদার সংগঠন:** এগ্রিকালচারাল কো-অপারেটিভ ডেভেলপমেন্ট ইন্টারন্যাশনাল/ভলান্টিয়ার্স ইন ওভারসিস কো-অপারেটিভ এ্যাসিসটেন্স (এসিডিআই/ভোকা), বাংলাদেশ

**বাস্তবায়ন অংশীদার:** প্রজেক্ট কনসার্ন ইন্টারন্যাশনাল (পিসিআই), বাংলাদেশ

**স্থানীয় অংশীদার সংস্থা:** কোডেক, মুসলিম এইড ও সুশীলন

**যোগাযোগ**

ঢাকা অফিস: বাড়ি # ৩০, সড়ক # ১৯/এ, বনানী, ঢাকা-১২১৩

খুলনা অফিস: বাড়ি # ৪১১, সড়ক # ৪, ফেস-২, সোনাডাঙ্গা আ/এ, খুলনা-৯১০০

ফোন: +৮৮ ০২ ৮৮৩৬৮০১, ০৪১-৭২৪৩৮৭

বিবেচনা করে কার্যক্রম নির্ধারণ করেছে। *প্রসার* কর্মসূচি জাতীয় পর্যায়ে গঠিত নীতিনির্ধারণী কমিটির মাধ্যমে স্থানীয় সরকার বিভাগ, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট আরো কয়েকটি মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করছে।

খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা হ্রাসের লক্ষ্যে তিনটি প্রধান উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য প্রসার একটি সমন্বিত ধারায় সাধারণ জনগণের ক্ষমতায়নে কাজ করছে। *প্রসার* কর্মসূচির উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমগুলো হচ্ছে-

**১. দরিদ্র ও হতদরিদ্র পরিবারসমূহের আয় ও খাদ্য পাওয়ার সুযোগ বৃদ্ধি:** ভ্যালু-চেইনের গভীরতম বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে উন্নত চাষাবাদ পদ্ধতি ও প্রযুক্তির ব্যবহার দেখানো। উপকারভোগী ও সরকারি-বেসরকারি সেবা প্রদানকারীদের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক তৈরি এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক লাভজনক বাজারের সাথে যুক্ত করার মাধ্যমে কৃষিজ ও অকৃষিজ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকে কেন্দ্র করে এই কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

**২. গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারী মা এবং পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের (দুই বছরের কম বয়সী শিশুদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রেখে) স্বাস্থ্যের উন্নতি:** বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা অবস্থার উপর সরাসরি প্রভাব ফেলে এমন স্বাস্থ্য ও পুষ্টির বাধাসমূহ দূর করতে অপুষ্টি প্রতিরোধ এবং স্বাস্থ্যসেবাসমূহের কার্যকারিতা উন্নয়নে জোর দেয়া। এজন্যে 'দুই বছরের কম বয়সী শিশুর অপুষ্টি প্রতিরোধ পন্থা' অনুসরণ এবং পুষ্টির মাত্রা উন্নয়নে খাদ্য বিতরণ করা হচ্ছে।

**৩. দুর্যোগ মোকাবিলায় পরিবার ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে কার্যকরভাবে প্রস্তুত:** দুর্যোগ ঝুঁকি কমানো এবং জরুরি অবস্থা মোকাবিলায় স্থানীয় সক্ষমতাকে আরো জোরদার করা। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ সরকারের প্রচেষ্টা ও দীর্ঘমেয়াদি উদ্যোগগুলোকে সহায়তার মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংগঠনের মধ্যে সম্পর্ক শক্তিশালী করা হচ্ছে।

এসবের পাশাপাশি প্রসার একটি পদ্ধতিও তৈরি করবে যা দিয়ে খাদ্য নিরাপত্তা এবং এই কর্মসূচির সকল অর্জিত উন্নয়নের ঝুঁকি শনাক্ত করা যাবে। একই সাথে পদ্ধতিটি শনাক্তকৃত ঝুঁকিসমূহ মোকাবিলা করে টেকসই উন্নয়নে সাহায্য করবে।

# পরিশিষ্ট ২
# প্রাক/প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়ন প্রশ্নমালা

স্থানঃ ..... তারিখঃ .....

*সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন*

**১. মানবিক বিপর্যয় হল**

ক) কোন ঘটনা বা ধারাবাহিক ঘটনাবলীর কারণে জনগোষ্ঠী বা ব্যাপক সংখ্যক মানুষের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও কুশলের প্রতি মারাত্মক হুমকিই হলো মানবিক বিপর্যয়

খ) শুধুমাত্র মানবসৃষ্ট সহিংস ঘটনার কারণের মানবিক বিপর্যয় ঘটে থাকে

গ) শুধুমাত্র প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে মানবিক বিপর্যয় ঘটে থাকে

ঘ) দুর্ঘটনায় একসাথে বহুলোকের মৃত্যু না ঘটলে মানবিক বিপর্যয় বলা যায় না

**২. জরুরি সাড়াদান কাজে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির ভূমিকা**

ক) জরুরি সাড়াদান ব্যবস্থাপনা ফলপ্রসূ করার জন্য ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে অনেকক্ষেত্রে নেতৃত্ব নিতে হয়

খ) জরুরি সাড়াদান কাজে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির কোন ভূমিকা থাকে না

গ) স্বপ্রণোদিত হয়ে কাজে নামার বদলে বাইরের সংস্থার জন্য অপেক্ষা করা

ঘ) জরুরি সাড়াদান ব্যবস্থাপনায় ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির একমাত্র কাজ হলো উপজেলা ও জেলা পর্যায় থেকে সম্পদ সংগ্রহ করা

**৩. জরুরি সাড়াদানে ইউডিএমসি'র নেতৃত্বমূলক ভূমিকার মধ্যে রয়েছে**

ক) সার্বজনীন লক্ষ্য নির্মাণ

খ) সম্পদ সমাবেশ

গ) সমন্বয়

ঘ) উপরের সবগুলো

**৪. নেতৃত্ব হল**

ক) অন্যদেরকে দিয়ে কাজ করানো

খ) সার্বজনীন লক্ষ্য অর্জনের জন্য সবাইকে সমবেত করা এবং সার্বিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য অন্যদের সঞ্চালিত করা

গ) সবার মাঝে দায়িত্ব বন্টন করা

ঘ) কাজ সম্পাদন করতে আদেশ-নির্দেশ জারি করা

**৫. নেতৃত্বের ভূমিকা সুচারুরূপে পালন করার জন্য নিচের কোন দক্ষতা থাকতে হবে?**

ক) দল গঠনের দক্ষতা

খ) সার্বিক তত্ত্বাবধানের দক্ষতা

গ) পরিচালনা করার দক্ষতা

ঘ) উপরের সবগুলো

**৬. নেতৃত্ব প্রয়োগের ক্ষেত্রে দরকার হল**

ক) একযোগে কাজ করা

খ) শুধুমাত্র বর্তমান পরিস্থিতির কথা চিন্তা করা

গ) ঝুঁকি গ্রহণ না করা

ঘ) উপরের সবগুলো

| | |
|---|---|
| **৭. জরুরি সাড়াদানের নেতৃত্ব প্রদানে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সম্ভাব্য কাজ** | |
| ক) দুর্যোগজনিত সংকটকালে স্বপ্রণোদিত হয়ে ও সবার আগে কাজে নামা | গ) বাইরের সংস্থার সহায়তার জন্য অপেক্ষা করা |
| খ) সরকারের নির্দেশনার জন্য অপেক্ষা করা | ঘ) উপরের কোনটি নয় |
| **৮. জবাবদিহিতার মূল বিষয় হলো** | |
| ক) সকলকে কার্যক্রম ও এর অগ্রগতি সম্পর্কে জানানো | গ) অভিযোগ গ্রহণ ও তার নিষ্পত্তি করা |
| খ) সকলের মতামত নেওয়া | ঘ) উপরের সবগুলো |
| **৯. সাড়াদানে ইউডিএমসি'র জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হলে** | |
| ক) স্বচ্ছতা, নিরপেক্ষতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা থাকা আবশ্যক | গ) বাইরের সংস্থার সাথে একযোগে কাজ করা আবশ্যক |
| খ) সকলের মতামত গ্রহণ করা আবশ্যক | ঘ) দলগতভাবে কাজ করা আবশ্যক |
| **১০. সাড়াদান ব্যবস্থাপনায় জবাবদিহিতা বিষয়ে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির করণীয়** | |
| ক) সাড়াদান কার্যক্রম বিষয়ে প্রয়োজনীয় সব তথ্য জনগোষ্ঠীর সবাইকে জানানোর প্রক্রিয়া ও কৌশল নির্ধারণ করা | গ) অভিযোগ নিষ্পত্তি করার প্রক্রিয়া নির্ধারণ করা |
| খ) জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ও মতামত প্রদানের প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা | ঘ) উপরের সবগুলো |

# পরিশিষ্ট ৩
# প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন মুডমিটার

নিচের ছকের যে কোন একটিতে √ চিহ্ন দিয়ে প্রশিক্ষণ সম্পর্কে আপনার অনুভূতি প্রকাশ করুন।

| | | |
|---|---|---|
| ভালো | মোটামুটি ভালো | ভালো না |

## সহায়কের জন্য নির্দেশনা

- বড় একটি পোস্টার পেপার বা ব্রাউন পেপারে ছকটিকে প্রস্তুত করুন।
- ছকটি পূরণ সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদেরকে ভালোমত অবগত করুন।
- ছকটিকে প্রশিক্ষণ কক্ষের এমন একটি স্থানে লাগিয়ে দিন যেখানে স্বাচ্ছন্দ্যে অংশগ্রহণকারীগণ ছকটি পূরণে সক্ষম হবেন।
- পরিষ্কার করে বলুন যে, একজন অংশগ্রহণকারী শুধুমাত্র একবার ছকের একটি ঘরে √ চিহ্ন দিয়ে তার মতামত প্রকাশ করতে পারবেন।
- ছক পূরণের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারীদেরকে অন্যের মতামত নেয়া থেকে বিরত থাকতে বলুন।
- প্রয়োজনে ছকটি পূরণে অংশগ্রহণকারীদেরকে সহায়তা করুন।

## গ্রন্থপঞ্জী


অক্সফাম-জিবি (২০০৬) *দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল*, ঢাকা: অক্সফাম-জিবি বাংলাদেশ প্রোগ্রাম

ইসিবি বাংলাদেশ কনসোর্টিয়াম (২০১১) *জরুরি কার্যক্রমের প্রভাব পরিমাপ এবং জবাবদিহিতা*, ঢাকা: ইমার্জেন্সি ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রজেক্ট

কেয়ার (২০১১) *দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ মডিউল- ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের জন্য*, ঢাকা: সৌহার্দ্য প্রকল্প, কেয়ারবাংলাদেশ

কেয়ার (২০১০) *ইউডিএমসি ও ইউপি সদস্যদের জন্য দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ মডিউল*, ঢাকা: এফএসইউপি প্রকল্প, কেয়ার বাংলাদেশ

খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় (২০১০) *দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী*, ঢাকা: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো

খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় (২০১০) *সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রারম্ভিক প্রশিক্ষণ-প্রশিক্ষণার্থী হ্যান্ডবুক*, ঢাকা: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো

NARRI (2011) *Women Leadership in Disaster Risk Management Training Curriculum,* Dh aka: Oxfam GB Bangladesh Programme

Oxfam GB (2011) *Women Leadership in Disaster Risk Management Handbook,* Dhaka: Oxfam GB Bangladesh Programme

Oxfam GB (2011) *Accountability Learning Pack in Humanitarian Response,* Dhaka: Oxfam International (Emergency) Capacity Building Project

PROSHAR (2012) *Disaster Risk Reduction Manual for UzDMC Members,* Khulna: PROSHAR

PROSHAR (2012) *Disaster Risk Reduction Manual for UDMC Members,* Khulna: PROSHAR

এই প্রকাশনাটি আমেরিকার জনগণের উদারতায় ইউএসএআইডি'র অর্থায়নে সম্ভব হয়েছে। এর সকল বিষয়বস্তুর দায়ভার এসিডিআই/ভিওসিএ'র সাব-রিসিপিয়েন্ট প্রজেক্ট কনসার্ন ইন্টারন্যাশনাল'র এবং এখানে প্রকাশিত মতামতের সাথে এসিডিআই/ভিওসিএ, ইউএসএআইডি বা আমেরিকার সরকারের মতামতের মিল নাও থাকতে পারে।

কারিগরী সহায়তায় nirapad